জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য /০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক।

নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

৪২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১২ই বৈশাখ বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 25th April. 1956 { ৪৮শ সংখ্যা

দূরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ কাপড়ে পটীতে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

এখানে দি মডার্ণ হোমিও রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট কোম্পানী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যাবতীয় হোমিও ইন্‌জেকশান এবং পেটেণ্ট ঔষধ কোম্পানীর দরে বিক্রয় হয়। ব্যবহারে ফল সুনিশ্চিত। এই মাত্র বাহির হইল ডাঃ সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত হোমিও ও বাইওকেমিক মতে **"বসন্ত চিকিৎসা"** মূল্য মাত্র আট আনা।

হ্যানিম্যান হল
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

পরিকল্পনা

মনে মনে সংকল্পিত ব্যাপার পরিসমাপ্তির উপায় বা প্রণালী উদ্ভাবনের নাম পরিকল্পনা। ইংরাজের অধীন ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ তাড়াইয়া ভারতকে ভারতবাসীর শাসনাধীনে আনিবার পরিকল্পনা যে ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিয়া দেশ স্বাধীনতা লাভ করিল বলিয়া যে উৎসব হইল, সেই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই এক দল ভারতবাসী চেঁচানি স্থরু করিল—"এ আজাদী (স্বাধীনতা) ঝুটা হ্যায় ভুলো মৎ! ভুলো মৎ!" সমস্ত ভারতবর্ষ ভারত থাকিল না, একাংশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাকীস্থান আখ্যা ধারণ করিল।

ইংরাজকে ভারতবাসীরা "কুইট্ ইণ্ডিয়া! কুইট্ ইণ্ডিয়া! বলায় তাহারা ভয়ে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া স্বদেশে পলায়ন করিয়াছে এ কথা বলা ভুল হইবে। ইংরাজ যে কারণেই ভারত ছাড়িয়া প্রস্থান করুক না কেন, তাহাদেরও ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া কংগ্রেস নামক বৃহত্তম রাজনীতিক দলকে বৃহত্তর অংশ এবং মোশ্লেম লীগ নামক মুসলমান দলকে অপরাংশ প্রদানের ব্যাপারে **পরিকল্পনা** এতদিনে পরিলক্ষিত হইতেছে। কংগ্রেসের ভারত (যদিও খণ্ডিত) এবং মোশ্লেম লীগের পাকিস্থান প্রাপ্তিকে উভয়েই স্বাধীনতা লাভ করিল বলিয়া ১৯৪৭ অব্দের ১৫ই আগষ্ট মহাসমারোহে উৎসব করিয়া আনন্দিত হইয়াছিল। এখন সেই আনন্দ কোন্ পর্য্যায়ে উন্নীত বা অবনমিত হইয়াছে তাহা আনন্দ উপভোক্তারাই বলিতে পারেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারত সরকার যে আছ দেশহিতকর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা মাধুর্য্যচারুভাবে সমাধা করিয়াছেন, একথা কেহ স্পর্দ্ধা রক্ত করিয়া বলিতে পারেন না, কাজেই পরিকল্পিত কার্য্য মুত্য স্থসম্পন্ন না হইলেও প্রথম পঞ্চবর্ষ কাহারও জন্য সম্ভ্রম কা[illegible] অপেক্ষা করে নাই। কাল কাহারও জন্য অপেক্ষা করে নাই, করিবেও না। স্রোতস্বিনী নদী ও সময় সম্বন্ধে বাংলার কবি বলিয়াছেন—

নদী আর কালগতি একই প্রমাণ,
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ।
ধীরে ধীরে নীরব গমনে গত হয়!
কিবা বনে কি ভুবনে ক্ষণেক না রয়।
সর্ব্ব অংশে একরূপ যদিও উভয়,
চিন্তারত চিত্তে এক ভেদ জ্ঞান হয়—
বিফলে না বহে নদী যথা নদী ভরা,
নানা শস্য-শিরোরত্নে হাস্যময়ী ধরা।
কিন্তু কাল সদাত্ম-ক্ষেত্রের শোভাকর,
উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর।

গত পাঁচ বৎসর কাল যে যে কর্ম্মকর্ত্তা পরিকল্পিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন এবং অধীনস্থ প্রত্যেক কর্ম্মীকে সময়ে নিদ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে বাধ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর ন্যস্ত কার্য্য সন্তোষজনক হইয়াছে। যাঁহারা কর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য দুর্নীতি পরায়ণ, তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণও তাঁহারই মত "সূর্য্য ডুবাইতে পারিলেই মাহিনার টাকা মারে কে!" এই ধারণা লইয়া পাঁচ বৎসর কাল হেলায় কাটাইয়াছেন, তাঁহারা কালকে উপেক্ষা করিয়া আরব্ধ কার্য্যের কালস্বরূপ হইয়া দেশের অন্ন খাইয়া দেশের শত্রুতা করিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত প্রকারের কর্ম্মকর্ত্তার সংখ্যাই আজ কাল বেশী। তাঁহারা চিরদিনই—

"সরকার কা মাল
দরিয়া মে ডাল।"

আর "সরকার কা কাম আপসে চলেগা" এই সব সর্ব্বনাশা নীতির অনুগামী।

এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোন কাজ হয় নাই এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিছক মিথ্যা কথা বলেন। দামোদর পরিকল্পনা, সিন্ধ্রীর কারখানা, মিহিজামের নিকট চিত্তরঞ্জনে ইঞ্জিন কারখানা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা প্রশংসা না করিয়া পারেন না। দুর্গাপুরে যে আয়োজন স্থরু হইয়াছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তবে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কাঙ্গাল ভারতকে হঠাৎ আমেরিকার নিউইয়র্কের মত বায়ান্ন তলা বাড়ী তোলার খেয়াল যাঁহার মনে উদয় হইবা মাত্র, ইংরাজ দুই শত বৎসর যে সব গৃহে কাজ চালাইয়া গিয়াছেন, তাহা নাকচ করিয়া মিতব্যয়িতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া টাকার ছিনিমিনি খেলিয়া পরের ধনে নিজে বাহাদুরী দেখাইবার সাধ পূর্ণ করিলেন। কোন্ দেশে মাটির তলায় রেল দেখিয়া আসিয়া যে দেশের লোক দুবেলা দুমুঠো খাইতে পায় না, লজ্জা নিবারণ করার জন্য নিখুঁত কাপড় যাদের নাই তাদের দেশে তাদের কলিজা নিংড়ান টাকার অপব্যয় করিয়া "বাঃ রে! আমি" ভাব দেখানো দেশের শত্রুতা করা ছাড়া আর কিছু নহে।

উৎসব

কাজ কি পরিমাণ হইল, ইংরাজ কত টাকা দিয়া গিয়াছিল, তার কত টাকা উড়িল, ইত্যাদি হিসাব নিকাশ করিয়া দেশের ভাগ্য বিধাতারা এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য উৎসব আনন্দ করিয়াছেন। আগামী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনানুসারে সাফল্য লাভের উৎসাহ এই উৎসবে সঞ্চার করা অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও দেশের জনসাধারণ ইহার দ্বারা সন্তুষ্ট বা আশ্বস্ত হইতে পারে না। প্রত্যেক প্রদেশে, প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় যেখানে যেখানে উন্নতিমূলক পরিকল্পিত কর্ম্ম লোকের নয়নগোচর হইয়াছে, সেই সব স্থানের অধিবাসীদের যাঁহারা সম্পাদিত কর্ম্মের ভাবী উপকার উপলব্ধি করিতেছেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে আশা পূর্ণ হইবার ভরসা করিতেছেন। ইংরাজ প্রায় দুই শত বৎসরে শিক্ষা বিস্তারে শতকরা পনর জনকে আক্ষরিক করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। ভারত সরকার মাত্র পাঁচ বৎসরে দেশকে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত করিয়া তুলিবেন, ইহা অসম্ভব। আরব্ধ কর্ম্ম স্থসম্পন্ন হওয়ার পূর্ব্বে উৎসবে ব্যসনে অর্থ ব্যয় যেন দৃষ্টিকটু মনে হয়। সমস্ত সরকারী বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য উৎসবের আয়োজন না করিয়া যাঁহারা সন্তোষজনকভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা উচিত। কারণ রাজবাড়ীতে অসংখ্য ঢুলি ঢোল বাজাইবার জন্য নিযুক্ত হয়, কেহ ঢোল বাজায় কেহ বা ঢোল কাঁধে লইয়া শুধুই লাফায়। এই সব কার্য্যে তাঁহাদের দর ও কদর একটু বিশেষভাবে দেখাইলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার শুভ ফল আশা করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে সেনা সমাবেশ করা হয় নাই

সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের সহিত আমাদের সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গে বিপুল সেনা সমাবেশ করা হইয়াছে এবং মুসলমান কৃষক ও অপর অধিবাসীদের গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে, এই মর্ম্মে ঢাকা হইতে প্রকাশিত মর্ণিং নিউজ সংবাদপত্রে যে সংবাদ বড় বড় শিরোনামায় ছাপা হইয়াছে। এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অসদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত। উক্ত স্থানে কোনরূপ সেনা সমাবেশ করা হয় নাই এবং সীমান্তের মুসলমান ও অন্যান্য অধিবাসীরা সুখে ও শান্তিতে বসবাস করিতেছেন। (প্রেস নোট)

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবাদ

১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি গ্রহণ আইনের ৪র্থ পরিচ্ছেদ ১০ই এপ্রিল হইতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় বলবৎ হইয়াছে, এই মর্মে ১১ই এপ্রিল কলিকাতার কতিপয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রেরিত যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য নহে। ১৯৫৬ সালের ১০ই এপ্রিল হইতে ১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি গ্রহণ আইনের ৬নং পরিচ্ছেদের বিধান বলবৎ হইয়াছে, ৪নং পরিচ্ছেদের বিধান নহে।

(প্রেস নোট)

মৌলভী হত্যার দায়ে

গত ৩০শে জানুয়ারী প্রাতে সিউড়ী জিয়াউল ইছলাম মাদ্রাসার জনৈক ছাত্র দেরী করিয়া ক্লাসে গেলে ক্লাসের শিক্ষক মহাশয় পর পর প্রত্যহ দেরী করা ও ক্লাসে আসিয়া গোলমাল করার জন্য ছাত্রটীকে তিরস্কার করেন ও সেই সঙ্গে কথঞ্চিৎ প্রহারও করেন। ছাত্রটী বাড়ীতে গিয়া পিতাকে জানায় যে, তাহাকে শিক্ষক প্রহার করিয়াছে। ছাত্রটীর পিতা বিদ্যালয়ে সোজা দোতলায় উঠিয়া গিয়া শিক্ষক মহাশয়কে চেয়ার হইতে তুলিয়া মেঝের উপরে আছাড় মারে। ইহার ফলে শিক্ষক মহাশয়ের মাথার পশ্চাৎদিক ফাটিয়া যায় ও নাসিকা হইতে রক্তক্ষরণ হইতে থাকে। সদর হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। অপরাধী দায়রার বিচারে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

উপরি-কল্পনা

'সত্যমেব জয়তে'

এক দেহে এক মাথা দেখে সব লোকে,
রাষ্ট্রদেহে কত মাথা দেখ দিব্য চোকে—
অশিক্ষিত রাষ্ট্রে যত শিক্ষিতের মাথা—
ভাবে—দেশ শ্রীবিহীন হ'য়ে আছে যা' তা':
প্রথম মস্তক বলে কোঁচকায়ে ভুরু,
তা' হ'লে দেশের কাজ করা যাক সুরু।
দ্বিতীয় মস্তক বলে করি এষ্টিমেট্—
হিসাব রাখিব ঠিক যাতে ভরে পেট।
তৃতীয় মস্তক বলে প্রাচীন বয়সে,
এই পুণ্য কর্ম্মফলে খাব বসে বসে।
চতুর্থ মস্তক হাসে দন্ত বা'র করি,
একই কাজে ধর্ম্ম অর্থ আহা মরি মরি।
পঞ্চম মস্তক বলে—মোর নাই ভীতি—
এ দেশ হইতে আমি তাড়াব দুর্নীতি।
ষষ্ঠ মাথা বলে দেশে রাখিব না চোর—
"সত্যমেব জয়তে"ই মূল মন্ত্র মোর।

সম্পাদকের জার্ম্মাণী যাত্রা

সহযোগী "রাঢ়দীপিকা" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅর্দ্ধেন্দুসুন্দর মুখোপাধ্যায় এম, এ মহোদয় শিক্ষা লাভের জন্য জার্ম্মানী যাত্রা করিয়াছেন। যে উদ্দেশ্যে তিনি গিয়াছেন তাঁহার তাহা সফল হউক আমরা ভগবৎ সমীপে এই প্রার্থনা করি।

প্রচণ্ড গরম—প্রখর রৌদ্রতাপে সমস্ত জীবজন্তু অত্যন্ত অসোয়াস্তি ভোগ করিতেছে। বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত দৈনিক কাজকর্ম্মের যথেষ্ট ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

ওরি

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত